তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৭

**ভাষাবীর এম এ ওয়াদুদ স্মারক জাতীয় বিতর্ক উৎসব ২০২২ এর**

**চ্যাম্পিয়ন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি**

চাঁদপুর, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

ভাষাবীর এম এ ওয়াদুদ স্মারক জাতীয় বিতর্ক উৎসব ২০২২ এর ফাইনাল রাউন্ডে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি এবং রানার আপ হয়েছে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি।

প্রসঙ্গত, শিক্ষামন্ত্রীর বাবা এম এ ওয়াদুদের নামে চাঁদপুরের বিতর্ক সংগঠন চাঁদপুর ডিবেট মুভমেন্টের আয়োজনে বিতর্ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ভাষাবীর এম এ ওয়াদুদ স্মারক জাতীয় বিতর্ক উৎসব-২০২২’।

গতকাল চাঁদপুর সরকারি কলেজ মাঠে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। দেশের ৩২বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২ হাজার বিতার্কিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

সমাপনী দিনে আজ ‘এই সংসদ ভিসা মুক্ত বিশ্ব নিশ্চত করতে উদ্যোগ নিবে’ বিষয়ক এক প্রতিকী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্কে সরকারি দলের বিতার্কিক ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. শামীম রেজা, যমুনা টেলিভিশনের সাংবাদিক মাহফুজ মিশু, বিরোধী দলের বিতার্কিক ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মশিউর রহমান, বিশিষ্ট বিতার্কিক ডা.আব্দুর নুর তুষার প্রমুখ। আজকে শিক্ষামন্ত্রী ‘চিকিৎসক ও প্রকৌশলীরা অন্য পেশায় যেতে পারবেন না’ শিরোনামে অন্য একটি রম্য বিতর্কে ও অংশ নেন।

এছাড়া সমাপনী দিবসে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ‘কেমন হবে স্বপ্নের শিক্ষা ব্যাবস্থা’ শিরোনামে একটি মারোয়াড়ী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

ভাষা বীর এমএ ওয়াদুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাত্তর টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল বাবু, বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি ডা. আবদুর নূর তুষার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মশিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. এসএম শামীম রেজা ও নগদ-এর ডাইরেক্টর সোলাইমান সুখন, চাঁদপুর পৌরসভার মেয়র মোঃ জিল্লুর রহমান জুয়েল প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান, পুলিশ সুপার মোঃ মিলন মাহমুদ বিপিএম (বার), ড্যাফোডিল পরিবারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নুরুজ্জামান, সিডিএফের আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত চাঁসক অধ্যক্ষ অধ্যাপক অসিত বরণ দাস ও সনাক, চাঁদপুর সভাপতি, বাবুরহাট স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোশারফ হোসেন।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, গণতান্ত্রিক চর্চাকে এগিয়ে নিতে বিতর্ক শক্তিশালী সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিতর্ক আমাদের নিত্যদিনের অনুষঙ্গ। আমাদের তরুন সমাজ বর্তমান ও আগামী বিশ্বের চালিকাশক্তি এবং নেতৃত্বের কর্ণধার। আসুন আমরা আমাদের চেতনাকে শাণিত করে যুক্তি নির্ভর চিন্তার প্রসারকে আরো বিস্তৃত করি।

#

খায়ের/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৬

**দেশের নারী উদ্যোক্তাদের শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ফলে দেশে নারী সমাজের কর্মসৃজন, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের নারী উদ্যোক্তাদের শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উই সামিট ২০২২ এর জয়ী অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির বক্তৃতা এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন সততা, সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী গত ১৩ বছরে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল, প্রযুক্তিনির্ভর, ডিজিটাল বাংলাদেশ পরিণত করেছেন।

২০ জন নারীকে জয়ী ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হলো দু’দিনব্যাপী উই সামিট ২০২২। পরে জয়ী এওয়ার্ড বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক।

উল্লেখ্য, এবছর দু’টি ক্যাটেগরিতে জয়ী সম্মাননা প্রদান করা হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনের জন্য এই সম্মাননা পান মেহজাবিন চৌধুরী, প্রফেসর ড. সায়েবা আক্তার, রুবাবা দৌউলা, রুবানা হক, এম এস সাবিনা খাতুন, ড. সেজ্যুতি সাহা, শমী কায়সার, সোনিয়া বশির কবির, আনজানা খান মজলিস ও আজমেরী হক বাঁধন।

উদ্যোক্তাক্ষেত্রে দ্যুতি ছড়ানোর জন্য এই সম্মাননা পান ইফাত সোলাইমান লুবনা, মাহবুবা আক্তার জাহান মুক্তা আক্তার, জ্যোৎস্না আখতার রেণু, মিস সুরাইয়া মোরশেদ, সোহাইব রুমি, সুলতানা পারভিন, তাহিয়া সুলতানা রেশমি, তাশফিয়া ত্রিনয়, রাজিয়া সুলতানা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ফুড ফান্ডার সিইও আন্বারিন রেজা, ই ক্যাবের সভাপতি শমী কায়সার, উই প্রেসিডেন্ট নাসিমা আক্তার নিশা এবং উই এর ওয়ার্কিং কমিটি ডিরেক্টর ইমানা হক জ্যোতি সহ প্রমুখ।

#

শহিদুল/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৫

**‍**

**রাষ্ট্রপতির সাথে ব্রুনাইয়ের সুলতানের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর):

 ব্রুনাই’র সুলতান Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah  আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় সুলতানের পুত্র প্রিন্স আব্দুল মতিন তাঁর সাথে ছিলেন।

 রাষ্ট্রপতি ব্রুনাই’র সুলতানকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, সুলতানের প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে ভাতৃপ্রতিম দুই দেশের সম্পর্কে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

 রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্কন্নোয়নকে গুরুত্ব দেয়। তিনি বাংলাদেশের আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়লগ পার্টনার স্ট্যাটাস পেতে ব্রুনাই’র সমর্থন প্রত্যাশা করেন।

 রাষ্ট্রপতি ব্রুনাইতে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনামূল্যে করোনার ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য সুলতানকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশ থেকে আরো অধিক হারে জনবল নিয়োগের জন্য ব্রুনাই’র সুলতানকে অনুরোধ করেন।

 বাংলাদেশে বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ব্রুনাইয়ের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি দু’দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

 রাষ্ট্রপতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে সমর্থন দানের জন্য সুলতানকে ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে এ ইস্যুতে ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে দ্রুত প্রত্যাবর্তনে সুলতানের সহযোগিতা কামনা করেন।

 ব্রুনাই’র সুলতান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশী, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম এবং সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২০৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৪

**আদালতে মামলার চাপ কমাতে এডিআর পদ্ধতির প্রয়োগ বাড়াতে হবে**

 **---আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বিভিন্ন কারণে দেশের প্রচলিত আদালতগুলোতে মামলাজট তৈরি হয়েছে। এসব আদালতে মামলার চাপ কমাতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির প্রয়োগ বাড়াতে হবে এবং দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে এ সেবা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি এ বিষয়ে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করতে হবে। তিনি বলেন, এডিআর পদ্ধতির সফল প্রয়োগ আনুষ্ঠানিক মামলার বোঝা কমিয়ে সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে।

আজ রাজধানীর লা মেরিডিয়েন হোটেলে ‘ডিসকাশন অন মিটিং দ্য নিডস অভ্ জাস্টিস সিকারস’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল এর সহযোগিতায় ইউএসএআইডির প্রমোটিং পিস অ্যান্ড জাস্টিস (পিপিজে) অ্যাকটিভিটির উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ২০টি জেলার জেলা ও দায়রা জজ এবং লিগ্যাল এইড অফিসাররা অংশগ্রহণ করেন। সভার মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম আরো জোরদারকরণে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত তুলে ধরেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শোষণমুক্ত সমাজ এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। তিনি ১৯৭২ সালে জাতিকে যে সংবিধান উপহার দেন তাতে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য সমান অধিকার, ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকার এবং মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তাই বাংলাদেশ সরকার সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সকল মানুষের জন্য সময়োপযোগী এবং মানসম্পন্ন বিচার সেবা প্রদানে বিচার বিভাগকে সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। পাশাপাশি আইনগত সহায়তা প্রদান আইন এবং প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে আইনগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে ।

আনিসুল হক বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ও জনগণের ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে সরকার সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছে। সেসময় জনগণের ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরুর দিকেই প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় দ্রুততম সময়ে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ জারি করা হয় এবং পরবর্তীতে তা আইনে পরিণত করা হয়। এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভার্চুয়াল আদালত ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং এর মাধ্যমে জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার চালু রাখা সম্ভব হয়। ভার্চুয়াল আদালত প্রবর্তন বাংলাদেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাছাড়া লকডাউনের সময় অনলাইনে ২৪ ঘণ্টা সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছিল ৷ লিগ্যাল এইড অফিসগুলোর হটলাইন খোলা রাখা হয়েছিল।

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে সভায় ইউএসএআইডি বাংলাদেশের মিশন পরিচালক ক্যাথরিন ডি স্টিভেনস, ইউএসএআইডি প্রমোটিং পিস অ্যান্ড জাস্টিসের চিফ অফ পার্টি হেদার গোল্ডস্মিথ, ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া, আইন ও বিচার বিভাগের যুগ্ম সচিব ড. শেখ গোলাম মাহবুব বক্তৃতা করেন।

#

রেজাউল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/২০৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৩

**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে কোনো দুষ্টু লোকের ঠাঁই হবে না**

 **---পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং**

বান্দরবান, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের জোয়ার দেখে নবীনরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগ দিচ্ছে। তিনি হুঁশিয়ারি করে দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে কোনো দুষ্টু লোকের ঠাঁই হবে না।

আজ বান্দরবানের লামা উপজেলার আজিজনগর চাম্বি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বীর বাহাদুর এসব কথা বলেন।

আজিজনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক লুৎফর রহমান, লামা উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল, লামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তফা জাবেদ কায়সার, জেলা পরিষদের সদস্য ক্যসাপ্রু মারমা, লক্ষ্মীপদ দাস, বান্দরবান জেলা পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মো. ইয়াসির আরাফাত এবং বান্দরবান জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণসহ সকল খাতের উন্নয়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই দেশের সমতল এলাকার মতো পার্বত্য এলাকাতেও ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে আর তার সুফল সাধারণ জনগণ ভোগ করতে পারছে।

#

রেজুয়ান/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫২

**ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য আইপিভি -৬ ভার্সন অপরিহার্য**

 **- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন (আইপিভি)-৪ এর পরিবর্তে আইপিভি -৬ প্রচলন করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারসহ সংশ্লিষ্টদের এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় এক হোটেলে আইএসপিএবি আয়োজিত আইপিভি-৬ রাউটিং ডিপ্লয়মেন্ট শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সুস্থ্য ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, লাইসেন্সহীন আইএসপিদের অবৈধ কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে না পারলে এখাতের বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা যাবে না। এ ব্যাপারে বিটিআরসি কাজ করছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এখাতে যে কোন বিশৃঙ্খলা মেনে নেয়া যায় না। উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের জন্য আইএসপি লাইসেন্স গ্রাহক চাহিদার অনুযায়ী ইস্যু করার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্স সমূহের পারফর্মেন্সের ভিত্তিতে লাইসেন্স আপগ্রেডের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলে সংশ্লিষ্টদের আশ্বস্ত করেন।

মন্ত্রী উচ্চগতির ব্রডব্রান্ড ইন্টারনেটকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মহাসড়ক উল্লেখ করে বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৩৮৪০ জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ১৩ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। ২০০৮ সালে মাত্র সাড়ে সাত জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যবহৃত হতো এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিলো মাত্র ৮ লাখ। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ইন্টারনেটকে এক নম্বর জরুরি হাতিয়ার আখ্যায়িত করে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রদূত বলেন, করোনাকালে প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকে না। এমনকি প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে বসেও ইন্টারনেট ব্যবহার করে হাজার হাজার ডলার আয় করছে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে। ইন্টারনেটের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ খুবই তৎপর উল্লেখ করে বলেন, আমরা খুব শিগিগিরই তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করতে যাচ্ছি। এর ফলে আমরা আরো ১৩২০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ পাব। এছাড়া পরবর্তীতে চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে আমরা দেশকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এর অতিরিক্ত আরো তিনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

মন্ত্রী সেমিনারে অংশ গ্রহণকারীদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় দক্ষ সৈনিক হিসেবে নিজেদের তৈরি করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে আসছেন এটিকে আমরা খুবই গুরুত্বের সাথে দেখছি। তিনি আইপিভি-৬ আপডেট করার জন্য দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার প্রয়োাজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আইএসপিএবি সভাপতি ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুর রহিম খান, অ্যাপনিক প্রশিক্ষক আবদুল আওয়াল এবং আইএসপিএবি সেক্রেটারি নাজমুল করিম ভূঞা বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫০

**লামায় ২ কোটি ৭০ লাখ টাকার উন্নয়ন কাজের**

**উদ্বোধন করেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং**

বান্দরবান, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং আজ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার আজিজনগরে ২ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে সড়ক নির্মাণ, বৌদ্ধ বিহার, ব্রিজ-কালভার্টসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেছেন।

এছাড়া মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিশেষ প্রকল্পের আওতায় এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও এনজিও’র উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের মাঝে গবাদিপশু, ঢেউটিন, স্প্রে মেশিনসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ বিতরণ করেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক লুৎফর রহমান, লামা উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল, লামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তফা জাবেদ কায়সার, জেলা পরিষদের সদস্য ক্যসাপ্রু মারমা, লক্ষ্মীপদ দাস ও বান্দরবান জেলা পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ইয়াসির আরাফাত উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৯৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৮

**নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়তে হবে**

 **- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

হাত ধোয়ার প্রয়োনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, হাতের মাধ্যমে অনেক রোগ ছড়িয়ে পড়ে৷ হাত ধোয়ার মাধ্যমে অনেক রোগ হতে মুক্ত থাকার জন্য নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী একথা বলেন।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গু ভয়াবহ আকার ধারণ করার আশঙ্কা নেই। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যুও দুঃখজনক। গতবারের চেয়ে এবার আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। যেসব এলাকায় বেশি ছড়িয়েছে, সেসব এলাকাকে গুরুত্ব দিয়ে সিটি করপোরেশন অভিযান পরিচালনা করছে। মনিটরিং করা হচ্ছে। সবাই সচেতন না থাকলে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার কাজ কঠিন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মেজবাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি চুয়ার্ড এবং ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. সাইফুর রহমান।

#

রানা/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৯৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৭

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের জাদুকর**

 **----এ কে এম এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের জাদুকর। প্রধানমন্ত্রী তার অসাধারণ নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাঙালির পরিচয় বদলে দিয়েছেন। এখন বাংলাদেশকে বলা হয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ। এটা শুধু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেই সম্ভব হয়েছে।

আজ দিনব্যাপী শরীয়তপুরের নড়িয়া ও সখিপুরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে আজ নদী ভাঙন রোধ হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মিত হচ্ছে। নতুন নতুন রাস্তা, ব্রিজ কালভার্ট নির্মিত হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই দেশের এত উন্নয়ন হচ্ছে, পদ্মাসেতু হচ্ছে। তার নেতৃত্বে আমরা সমুদ্র বিজয়, মহাকাশেও বিজয় হয়েছি। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে।

উপমন্ত্রী বলেন, বিএনপি নির্বাচন ও রাজপথ এবং আন্দোলন এই তিন জায়গায়ই ব্যর্থ। তারা এখন দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও যুদ্ধাপরাধীদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনীতিতে ব্যস্ত। তারা গণধিকৃত দলে পরিণত হয়েছে। এদেশের জনগণ কোনদিনই আর বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবে না। এদেশের মানুষ একমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। একারণে আগামী নির্বাচনেও জননেত্রী শেখ হাসিনা আবারও ক্ষমতায় আসবেন।

এসময় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী রফিকুল হাসান, শরীয়তপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী শাহজাহান ফরাজী, পাউবো শরীয়তপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী এসএম আহসান হাবীব, ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির মোল্যা।

পরে উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম নড়িয়া উপজেলার চামটার শহীদ স্মৃতি স্কুল মাঠে সমবায় অধিদপ্তর ঢাকার ডেপুটি রেজিস্ট্রার মোঃ আবুল খায়ের হিরোর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম মাতাব্বর গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রান্ড ফাইনাল ম্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৬

**মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য**

**স্কুল-মেন্টাল হেলথ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে**

 **---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

রোম (ইতালি), ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত দু’দিনব্যাপী (১৩-১৪ অক্টোবর, ২০২২) চতুর্থ গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ সামিটে অংশ নিয়েছেন। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য-‘দক্ষতা, অধিকার এবং যত্ন’ এই তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সকলের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিশ্বের ৫২টি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে।

ইতালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ শীর্ষক একটি কর্মশালায় তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ইতালির স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্তো স্পেরেনজা বক্তব্য রাখেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিস্ময়কর অর্জনের উদাহরণ দিয়ে কমিউনিটিভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। গতকালের অনুষ্ঠিতব্য কান্ট্রি ইন্টারভেনশন পর্বে জাহিদ মালেক কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ এবং ইনোভেশন এন্ড মেন্টাল হেলথের উপর তথ্য ও উপাত্তসহ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোভিড মোকাবিলা এবং কোভিড টিকাদানে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আশাবাদ ব্যক্ত করে এসময় বলেন, করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত সিদ্ধান্তে আমরা দ্রুত সাফল্য অর্জন করেছি। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মানসিক স্বাস্থ্যকেও সফলভাবে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ আইন, নীতি এবং কর্মকৌশল রয়েছে বলে উল্লেখ করে আরো বলেন, দেশের জনগণের মানসম্মত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নীতি ও কর্মকৌশলের বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে। তিনি আরো জানান, ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে নতুন ৮টি মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এনসিডি কর্নারে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য স্কুল মেন্টাল হেলথ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

জাহিদ মালেক আরো বলেন, বাংলাদেশের সম্পদ সীমিত এবং মানসিক স্বাস্থ্যখাতে দক্ষ জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ই-মেন্টাল হেলথ, অ্যাপভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই প্রক্রিয়াসমূহকে আরো বেগবান করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় মানসিক স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে ‘স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ ফর মেন্টাল হেলথ’ কার্যক্রমে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করায় মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

এছাড়া সম্মেলন শেষে মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিদলের সাথে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন। এসময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি কোভিড মোকাবিলা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের অসাধারণ সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় কমিউনিটি বেইজড মেন্টাল হেলথ সার্ভিস প্রদানে দেশের বিদ্যমান প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো যেমন ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক, ৪ হাজার ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার, ৫০০ উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন।

#

মাইদুল/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৯৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ৭৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৯৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৭৩ হাজার ৫৮৮ জন।

#

কবীর/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৯

**বিশ্ব খাদ্য ফোরামে যোগ দিতে রোমের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর বিশ্ব খাদ্য ফোরামে যোগ দিতে ইতালির রোমের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। আজ শনিবার সকালে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেছেন। ‘স্বাস্থ্যকর খাবার, সুস্থ গ্রহ’ (Healthy Diets, Healthy Planet) প্রতিপাদ্যে ১৭-২১ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এ সম্মেলন।

 এছাড়া, কৃষিমন্ত্রী সেখানে (রোমে) ‘বিনিয়োগ সম্মেলনে’ অংশগ্রহণ করবেন। কৃষিখাতের রূপান্তরে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কাজ করছে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। সেজন্য, এফএও ১৮-১৯ অক্টোবর পর্যন্ত ‘বিনিয়োগ সম্মেলনের’ আয়োজন করেছে।

আগামী ২২ অক্টোবর কৃষিমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৭

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের জাদুকর**

 **----এ কে এম এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের জাদুকর। প্রধানমন্ত্রী তার অসাধারণ নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাঙালির পরিচয় বদলে দিয়েছেন। এখন বাংলাদেশকে বলা হয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ। এটা শুধু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেই সম্ভব হয়েছে।

আজ দিনব্যাপী শরীয়তপুরের নড়িয়া ও সখিপুরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে আজ নদী ভাঙন রোধ হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মিত হচ্ছে। নতুন নতুন রাস্তা, ব্রিজ কালভার্ট নির্মিত হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই দেশের এত উন্নয়ন হচ্ছে, পদ্মাসেতু হচ্ছে। তার নেতৃত্বে আমরা সমুদ্র বিজয়, মহাকাশেও বিজয় হয়েছি। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে।

উপমন্ত্রী বলেন, বিএনপি নির্বাচন ও রাজপথ এবং আন্দোলন এই তিন জায়গায়ই ব্যর্থ। তারা এখন দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও যুদ্ধাপরাধীদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনীতিতে ব্যস্ত। তারা গণধিকৃত দলে পরিণত হয়েছে। এদেশের জনগণ কোনদিনই আর বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবে না। এদেশের মানুষ একমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। একারণে আগামী নির্বাচনেও জননেত্রী শেখ হাসিনা আবারও ক্ষমতায় আসবেন।

এসময় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী রফিকুল হাসান, শরীয়তপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী শাহজাহান ফরাজী, পাউবো শরীয়তপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী এসএম আহসান হাবীব, ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির মোল্যা।

পরে উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম নড়িয়া উপজেলার চামটার শহীদ স্মৃতি স্কুল মাঠে সমবায় অধিদপ্তর ঢাকার ডেপুটি রেজিস্ট্রার মোঃ আবুল খায়ের হিরোর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম মাতাব্বর গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রান্ড ফাইনাল ম্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৬

**মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য**

**স্কুল-মেন্টাল হেলথ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে**

 **---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

রোম (ইতালি), ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত দু’দিনব্যাপী (১৩-১৪ অক্টোবর, ২০২২) চতুর্থ গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ সামিটে অংশ নিয়েছেন। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য-‘দক্ষতা, অধিকার এবং যত্ন’ এই তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সকলের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিশ্বের ৫২টি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে।

ইতালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ শীর্ষক একটি কর্মশালায় তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ইতালির স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্তো স্পেরেনজা বক্তব্য রাখেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিস্ময়কর অর্জনের উদাহরণ দিয়ে কমিউনিটিভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। গতকালের অনুষ্ঠিতব্য কান্ট্রি ইন্টারভেনশন পর্বে জাহিদ মালেক কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ এবং ইনোভেশন এন্ড মেন্টাল হেলথের উপর তথ্য ও উপাত্তসহ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোভিড মোকাবিলা এবং কোভিড টিকাদানে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আশাবাদ ব্যক্ত করে এসময় বলেন, করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত সিদ্ধান্তে আমরা দ্রুত সাফল্য অর্জন করেছি। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মানসিক স্বাস্থ্যকেও সফলভাবে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ আইন, নীতি এবং কর্মকৌশল রয়েছে বলে উল্লেখ করে আরো বলেন, দেশের জনগণের মানসম্মত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নীতি ও কর্মকৌশলের বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে। তিনি আরো জানান, ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে নতুন ৮টি মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এনসিডি কর্নারে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য স্কুল মেন্টাল হেলথ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

জাহিদ মালেক আরো বলেন, বাংলাদেশের সম্পদ সীমিত এবং মানসিক স্বাস্থ্যখাতে দক্ষ জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ই-মেন্টাল হেলথ, অ্যাপভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই প্রক্রিয়াসমূহকে আরো বেগবান করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় মানসিক স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে ‘স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ ফর মেন্টাল হেলথ’ কার্যক্রমে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করায় মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

এছাড়া সম্মেলন শেষে মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিদলের সাথে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন। এসময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি কোভিড মোকাবিলা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের অসাধারণ সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় কমিউনিটি বেইজড মেন্টাল হেলথ সার্ভিস প্রদানে দেশের বিদ্যমান প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো যেমন ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক, ৪ হাজার ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার, ৫০০ উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন।

#

মাইদুল/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪১৪৫

**জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দেশকে রক্ষা করতে বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ অপরিহার্য**

 **-বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা), ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দেশকে রক্ষা করতে বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ অপরিহার্য। দেশের আনাচে-কানাচে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি ছড়িয়ে দিতে হবে। শিশুদের গাছের প্রতি ভালবাসা জাগ্রত করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাঁধন সোসাইটি অভ্‌ বাংলাদেশ আয়োজিত ‘যুগব্যাপী (২০২২-২০৩৪) মুজিবের সবুজ বাংলাদেশ প্রকল্প’-এর আওতায় কেরানীগঞ্জস্থ চুনকুটিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারলে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। সরকার তাই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আরো বলেন, বৃক্ষ রোপণের পর তা সংরক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্টদের নিতে হবে।

এ সময় বাঁধন সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান সীমা হামিদ ও কেরানীগঞ্জের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৪

**মহাসমাবেশের নামে ‘ফ্লপ সমাবেশ’ করেছে বিএনপি**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৩০ আশ্বিন ( ১৫ অক্টোবর) :

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপি তিন মাস হাঁকডাক করে মহাসমাবেশ নাম দিয়ে চট্টগ্রামে একটি ‘ফ্লপ সমাবেশ’ করেছে।

তিনি বলেন, ‘বিএনপি সারাদেশ থেকে সন্ত্রাসীদের চট্টগ্রামে এনে হোটেল ভাড়া করে রেখেছে। পরদিন তাদের নিয়ে সমাবেশ করেছে। চট্টগ্রামে জব্বারের বলি খেলায়ও এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষ হয়। এই সমাবেশে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না।’

আজ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ এবং বিভিন্ন আসনের সংসদ সদস্যদের মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

এ দিনের আলোচ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, বিএনপি চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্ত্রাসীদের সমাবেশ ঘটিয়ে নগরীর পোলোগ্রাউন্ডে বুধবার একটি সমাবেশ করেছে। তারা চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির একটি ছক এঁকেছে। সেই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য আজকে আমরা বসেছি।

ড. হাছান বলেন, চট্টগ্রামে সমাবেশের জন্য বিএনপি দীর্ঘ তিন মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা বলেছিল, পনের লক্ষ মানুষ হবে ৷ কিন্তু তারা পলোগ্রাউন্ড মাঠের চল্লিশ শতাংশ পেছনে রেখে মঞ্চ করেছে। আর চট্টগ্রাম থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরের কক্সবাজার, ২৫০ কিলোমিটার দূরের টেকনাফ থেকেও মানুষ এনেছে। তবুও মঞ্চের সামনের অংশের অর্ধেকও পূর্ণ হয়নি। অর্থাৎ পলোগ্রাউন্ড মাঠের এক-তৃতীয়াংশও ঠিকমত পূর্ণ হয়নি।

অপরদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণকে নিয়ে রাজনীতি করে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি উপজেলা ও থানায় জনগণকে নিয়েই গণসমাবেশ করবো । তার পরবর্তীতে চট্টগ্রাম শহরে জেলা সমাবেশ করবো। তখন আপনারা দেখবেন ইনশাল্লাহ আমাদের সমাবেশ কেমন হয়।

‘বিএনপি যেই প্লাটফর্মে সমাবেশ করেছে সেখানে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কথা বলার কারনে জিয়াউর রহমান ‘চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা’ নামে তিনটি মামলা দিয়েছিল, মৌলভি সৈয়দকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল, সেই বিষয়ে আওয়ামী লীগের অবস্থান কি’ জানতে চাইলে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ‘জিয়াউর রহমান আসলে ইতিহাসের পাতায় একজন খুনি হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। নাস্তা করতে করতে সে ফাঁসির আদেশে সই করতো। এমন ঘটনাও ঘটেছে, ফাঁসি কার্যকর হয়ে গেছে, রায় হয়েছে ফাঁসির পর। তারা যে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন করেছে সেগুলো নিয়ে ইতিমধ্যে নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের শিকারদের পরিবারগুলো সরব হয়েছে। আমরা সেগুলোকে বিশ্ব দরবারে নিয়ে যাব।’

‘বিএনপি সন্ত্রাস নৈরাজ্যের পথেই হাঁটছে’ উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, তারা যাতে কোন সংঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আমাদের নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানিয়েছি। সংঘাত সৃষ্টি করলে জনগণকে সাথে নিয়ে কঠোর জবাব দেয়া হবে।

-২-

জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী এবং চট্টগ্রামের সংসদ সদস্যদের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী, মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, মাহফুজুর রহমান মিতা, আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী, দিদারুল আলম, খাদিজাতুল আনোয়ার সনি সভায় যোগ দেন।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দিন, উত্তর জেলার সভাপতি এম এ সালাম সাধারণ সম্পাদক শেখ আতাউর রহমান, দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/পাশা/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৬২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৩

**দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মূলধারায় আনা হচ্ছে**

 **- সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন ( ১৫ অক্টোবর) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন নয়, এই নীতিকে সামনে রেখে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মূলধারায় আনা হচ্ছে। মন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর প্রতিবন্ধীদের জন্য দৃশ্যমান কোন কাজ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন প্রণয়ণসহ নানা কর্মসূচি শুরু করেন। করোনা অতিমারী চলাকালীন বিগত তিন বছরে অনেক কাজ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে গৃহীত সকল কার্যক্রম আগামী নির্বাচনের আগে সম্পন্ন করা হবে। মন্ত্রী সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়েও প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেন, প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন প্রমুখ।

পরে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে অনুদান তুলে দেয়া হয়।

#

জাকির/মেহেদী/জুলফিকার/মাসুম/২০২২/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪২

**বাংলাদেশ থেকে ঔষধ সামগ্রী ও জাহাজ কিনতে আগ্রহী এস্তোনিয়া**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন ( ১৫ অক্টোবর) :

বাংলাদেশ থেকে ঔষধ সামগ্রী ও জাহাজ আমদানি করতে আগ্রহী এস্তোনিয়া। গতকাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আল্লামা সিদ্দীকী দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রী উরমাস রেইনসুলা-এর সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি এ আগ্রহ জানান।

এস্তোনিয়ার চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ যে কোন পরিমাণের ঔষধ সামগ্রী ও জাহাজ রপ্তানীর ব্যাপারে প্রস্তুত বলে জানান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঔষধ ও উন্নত জাহাজের বিশ্বব্যাপী চাহিদার কথা এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে অবহিত করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি খাতে এস্তোনিয়ার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এছাড়া, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে এস্তোনিয়ার সমর্থন কামনা করলে সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। দুই দেশের মধ্যে প্রস্তাবিত নিয়মিত কূটনৈতিক সংলাপ অনুষ্ঠানের বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয়।

#

সাকিব/মেহেদী/জুলফিকার/মাসুম/২০২২/১৩৩৮ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪১

**বিশ্ব খাদ্য দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন ( ১৫ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৬ অক্টোবর ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্হা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ১৬ অক্টোবর ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস - ২০২২’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়। ভালো উৎপাদনে উত্তম পুষ্টি, সুরক্ষিত পরিবেশ এবং উন্নত জীবন’ বর্তমান সংকটাপূর্ণ বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে কৃষি ও পরিবেশের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক গৃহীত কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ধারাবহিকতায় আমরা বিগত সাড়ে ১৩ বছরে কৃষিবান্ধব ও বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনে ‘রুপকল্প-২০৪১’ -এর আলোকে জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৮, নিরাপদ খাদ্য আইন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ সহ উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এ ছাড়া বন্যা, খরা, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভাসমান চাষ, বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদন, ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন, পাটের জেনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন ও মেধাস্বত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। কৃষির উন্নয়নে আমরা কৃষকদের জন্য সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাস, কৃষকদের সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা প্রধান, ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগসহ তাদের নগদ সহায়তা প্রদান করছি। কৃষি শিক্ষা-গবেষণা খাতে আরও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে যার ধারাবাহিকতায় খোরপোশের কৃষি আজ উৎপাদনমুখী ও বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

 আমাদের সরকারের গৃহীত কৃষিবান্ধব নীতি ও কার্যক্রমে দানাদার খাদ্য, মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে। ধান, পাট, আম, পেয়ারা আলু প্রভৃতি ফসল ও ফল উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ ৮টি দেশের মধ্যে রয়েছে। কৃষির উন্নয়নে এ সাফল্য সারা বিশ্বে বহুলভাবে প্রশংসিত ও নন্দিত হচ্ছে। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতসহ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্হাপন করা হয়েছে অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব ও আধুনিক প্যাকিং হাউজ। আমরা দেশব্যাপী ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। এতে কৃষিনির্ভর শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ ব্যাপক কর্মসংস্হান সৃষ্টি হবে। রাজধানীর সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার নিরবচ্ছিন্ন, সাশ্রয়ী ও দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। এ সেতুর মাধ্যমে নদী বিধৌত উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ও মৎস্যসম্পদ আহরণ এবং সারাদেশে দ্রুত বাজারজাতকরণের ফলে এ অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের জীবনমান আরও উন্নত হবে।

 আমি বিশ্বাস করি, সরকারের পাশাপাশি সকলের অংশগ্রহণে নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের সুখী,সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

 আমি ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

 #

সরওয়ার/মেহেদী/জুলফিকার/মাসুম/২০২২/১২৪৬ ঘণ্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪০

**বিশ্ব খাদ্য দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ‘কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়। ভালো উৎপাদনে উত্তম পুষ্টি, সুরক্ষিত পরিবেশ এবং উন্নত জীবন’ যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যহ্রাস ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষিই অন্যতম প্রধান নিয়ামক। কৃষি জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের কাঁচামাল সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করে। কৃষির গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্যস্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি কৃষির উন্নয়নে কৃষকদের মাঝে খাস জমি বিতরণ, ভরতুকি মূল্যে সার, কীটনাশক, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের যুগোপযোগী নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ফসলের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষ খাতেও ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রভাবের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমানভাবে আন্তঃসংযুক্ত হয়ে উঠছে। প্রায় ৭৫ শতাংশ দরিদ্র ও খাদ্য নিরাপত্তাহীন মানুষ তাদের জীবনযাত্রার জন্য কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে। বর্তমানে মহামারি, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন কারণে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী দেখা দেওয়ার প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি খাদ্যপণ্য উচ্চমূল্যে বিশ্ববাজারে রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। একইসাথে আমাদের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ মৌসুমি ফলমূল, শাকসবজি, প্রাণিজ আমিষ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমি আশা করি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে টেকসই করতে ফসলের পুষ্টি সমৃদ্ধ নতুন নতুন জাত ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তা সম্প্রসারণে কৃষিবিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলে নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

আমি ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/শামীম/২০২২/১৩৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৯

**রোমে চতুর্থ বৈশ্বিক মানসিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মানসিক স্বাস্থ্যকেও সফলভাবে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে। বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ আইন, নীতি এবং কর্মকৌশল রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের জনগণের মানসম্মত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নীতি ও কর্মকৌশলের বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত দু’দিন ব্যাপী (১৩-১৪ অক্টোবর) চতুর্থ গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ সামিটে ‘কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ’ শীর্ষক কর্মশালায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক সামিটে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এবারের মূল প্রতিপাদ্য-‘দক্ষতা, অধিকার এবং যত্ন’ এই তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সকলের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশ্বের ৫২টি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলন শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি দলের সাথে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। কোভিড মোকাবিলা এবং কোভিড টিকাদানে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। এসময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি কোভিড মোকাবিলা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের অসাধারণ সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় কমিউনিটি বেইজড মেন্টাল হেলথ সার্ভিস প্রদানে দেশের বিদ্যমান প্রাথমিক স্বাস্হ্য সেবা অবকাঠামো যেমন ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক, ৪ হাজার ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার, ৫’শ উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন। তিনি কমিউনিটির মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ব্যক্তি নির্বাচন, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি, অর্থায়ন ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এসকল বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তা কামনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রণীত মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও কর্মকৌশলের কথা উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী রোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং দূতাবাসের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

#

মেহেদী/জুলফিকার/শামীম/২০২২/১২২৩ ঘণ্টা